সংবাদ

তারিখ 4 MAR 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

# বড়লেখা কলেজে ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষ : আহত ১২

মঙ্গলবার দুপুরে মৌলভীবাজারের বড়লেখা ডিগ্রি কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মাধ্য ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। এ সময় কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়। এ ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ বুধ ও বৃহস্পতিবার কলেজে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছেন। সংঘর্ষে আহতদের বড়লেখা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে. সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বড়লেখা উপজেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি ও বড়লেখা শাখা ইসলামী ব্যাংকের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা আবদুল জলিলসহ পাঁচ শিবির নেতাকে আটক করেছে। বিডিনিউজ।

বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এস এম আজাদ জানান, সোমবার কলেজ ক্যাম্পাসে গায়ে ধাক্কা লাগায় শিবির ও ছাত্রলীগের দুই কর্মীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এর জের ধরে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে ছাত্রলীগ কর্মী জাহিদ, জুয়েল, দেলোয়ার, আসাদ, সাইদুল ও জালাল এবং শিবিরের মুকিত, শাহ আলম, এমরান, সোহেল, আবু হাসান ও মিছবাহ আহত হয়।

আটক অপর শিবির নেতারা হলো- উপজেলা শিবিরের বর্তমান সভাপতি দেলওয়ার হোসেন (বহিরাগত), সেক্রেটারি ছাদ উদ্দিন (বহিরাগত), কলেজ শাখার সেক্রেটারি দিনার আহমদ ও সাবেক শিবির নেতা আবদুল্লাহ্ আল মাহফুজ সুমন।

পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দাবি করে বড়লেখা থানার ওসি আজাদ সন্ধ্যায় জানান, এখনও কেউ মামলা করেনি। আটক শিবির নেতা ও ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাসহ পাঁচ শিবির নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বড়লেখা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. কাওসার হোসেন জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দু'দিন পাঠদান কার্যক্রম বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।